কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ নিউজলেটার

প্রয়াস

তৃতীয় সংখ্যা, মার্চ ২০১৪

খুরুশকুল গণপাঠশালার শিক্ষার্থী, কক্সবাজার

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দলীয় শিখন কৌশল প্রয়োগ

মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে পৃথিবীর উন্নত দেশসমূহে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে দলীয়ভাবে বসানো হয়। ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া কিংবা এশিয়ার অনেক দেশ, যেমন : জাপান, কোরিয়া অথবা ফিলিপাইনের মতো দেশে দলীয়ভাবে শিখনের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এসব দেশে শ্রেণিকক্ষে বসার ব্যবস্থা থাকে গোলাকার এবং দলভিত্তিক। অর্থাৎ একটি শ্রেণিতে ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ কিংবা যতজন শিক্ষার্থীই থাকুক না কেন, তারা সর্বদাই পাঁচ, ছয় কিংবা আট জনের জন্য বরাদ্দকৃত কোনো না কোনো টেবিলের চারপাশে সজ্জিত বেঞ্চ বা চেয়ারে বসে। এতে করে প্রতিটি শ্রেণিতেই সৃষ্টি হয় কয়েকটি দল।

পারস্পরিক শিখন

দলীয়ভাবে বসার ফলে একে অন্যকে সহায়তা করে বলে সকলের শিখন নিশ্চিত হয়। সব শিশু একই অভিজ্ঞতা নিয়ে শ্রেণিকক্ষে আসে না। আবার কেউ বিশেষ কোনো বিষয়ে সবল বা দুর্বল থাকত পারে। দলীয়ভাবে বসার ফলে পারস্পরিক সহায়তা নিয়ে তারা নির্দিষ্ট সময়ে কাঙ্ক্ষিত পাঠ শেষ করতে পারে। বিশেষ করে অঙ্ক বা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত প্রক্রিয়া খুবই ফলপ্রসু হয়।

শিক্ষকের সাহচর্য

দলীয়ভাবে বসা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বসে শিক্ষকও কিছুক্ষণ কাজ করে বলে সকল শিক্ষার্থীই তাদের প্রিয় শিক্ষককে কিছুক্ষণের জন্য হলেও কাছে পায়। সকল শিশুর ব্যক্তিগত অগ্রগতি শিক্ষক মনিটরিং করতে পারেন এবং প্রয়োজনে শিক্ষার্থীর কাছে থেকে এককভাবে শিক্ষার্থীকে সহায়তা করতে পারেন।

প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব

দলীয় শিখন ব্যবস্থায় নানা বিষয়ে অঘোষিতভাবে হলেও বিভিন্ন দলের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টি হয়। এতে করে শিখন ত্বরান্বিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে দলীয় প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে বলে কারো পিছিয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে না।

সহযোগিতার মনোভাব

অনেক সময় শিক্ষার্থীরা একা কোনো সমস্যার সমাধান করতে পারে না। একাধিক শিক্ষার্থী মিলে অনেক সমস্যার সমাধান অনায়াসে করতে পারে। এতে সকলে মিলে কাজ করে বলে পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব তৈরি হয় এবং তা চিরজীবন অটুট থাকে। এতে করে শিক্ষার্থীদের আদর্শ সমাজবদ্ধ জীবন যাপনের যোগ্যতা বিকশিত হয়।

সীমিত সম্পদের ব্যবহার

অনেক সময় দলীয় সদস্যরা সীমিত সম্পদ ব্যবহার করে কাজে সফল হতে পারে। যেমন : ছবি আঁকার জন্য দলে মাত্র একটি রঙের বাক্স বা কোনো কিছু মোছার জন্য একটি মাত্র রাবার দিলেই চলে। শিক্ষার্থীরা সকলে এসব উপকরণ বিনিময় করে কাজ করতে পারে।

আজকাল আমাদের দেশের মানসম্মত প্রতিটি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের দলীয় শিখনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। রাজউক স্কুল এন্ড কলেজ, সেন্ট যোসেফ স্কুল, আইডিয়াল স্কুল, শিবরাম আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, লতিফপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ অনেক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দলীয় শিখনের উপর জোর দেওয়া হয়।

তবে মনে রাখতে হবে, দলীয়ভাবে বসা মানেই দলীয় শিখন নয়। দলীয়ভাবে বসে শিক্ষার্থীরা যদি ব্যক্তিগতভাবে নিজ নিজ পড়া মুখস্থ করে তাহলে আর তেমন কোনো লাভ নেই। পারস্পরিক অংশগ্রহণ বা মিথস্ক্রিয়া বা ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যমে দলীয় শিখন নিশ্চিত হয়।

আমাদের দেশের স্বনামধন্য বিদ্যালয়গুলোতে শ্রেণিকক্ষ ছাড়া আরও নানা কাজে নানাভাবে শিক্ষার্থীদের দল ভাগ করা হয়। যেমন- দুই জন শিক্ষার্থীদের নিয়ে জোড়া দল, যাকে ইংরেজিতে পিয়ার গ্রুপ বলা হয়। একজন এগিয়ে যাওয়া শিক্ষার্থীর সঙ্গে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থী মিলিয়ে এ ধরনের দল ভাগ করা হয়। তাছাড়া ক্যারাম, ব্যাডমিন্টন বা অন্যান্য অনেক খেলাধুলার জন্য জোড়া দল প্রয়োজন হয়। অনেক সময় শ্রেণিকক্ষের সব শিক্ষার্থীদের মোট দু'টি দলে ভাগ করে কোনো না কোনো কাজ করতে দেওয়া হয়।

অনেকে মনে করেন, এক একটি শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা হচ্ছে সত্তর, আশি কিংবা আরও বেশি। সেখানে দলীয় শিখন কীভাবে হবে? প্রশ্ন উঠতে পারে, এত বেশি শিক্ষার্থীকে একজন শিক্ষক কীভাবে সামলাবেন, তিনি সব শিক্ষার্থীর পাঠের পরিচর্যা নিশ্চয়ই করতে পারবেন না। সেজন্যই প্রয়োজন দলীয়ভাবে বসা। যাতে করে শিক্ষক অন্তত আট দশটি দলে দুই চার মিনিট করে হলেও সময় দিতে পারেন। আর দলীয় শিখনের জন্য মোটেই বাড়তি জায়গার প্রয়োজন হয় না। একই জায়গায় একই ফার্নিচার নিয়েই দলীয়ভাবে ক্লাস করানো যায়।

তাছাড়া শুধু শ্রেণিকক্ষে নয়, বিদ্যালয়ের সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলী, যেমন- চারু, কারু ও সাংস্কৃতিক ক্লাস, খেলাধুলা, বিজ্ঞানমেলা, গণিতমেলা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের দলীয়ভাবে কাজ করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এসব কিছুই দলীয় শিখনের অন্তর্ভুক্ত।

সে যাই হোক, এ ধরনের একটি লেখা পাঠ করে দলীয় শিখনের ধারণা পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু দলীয়ভাবে বসা এবং তার মাধ্যমে শিখন নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। অনেকে মনে করেন, দলীয় শিখনের প্রয়োগ হয় এমন ভাল কোনো বিদ্যালয়ের শিখন কার্যক্রম পরিদর্শনের মাধ্যমেও শিক্ষকদের দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন করা যেতে পারে। আর বিদ্যালয়ে দলীয় শিখনের জন্য শিক্ষকের মানসিকতা উন্নয়নই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

তপন কুমার দাশ

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ হলো ইউনিয়নভিত্তিক একটি সুসংগঠিত দল, যারা ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় স্বপ্রণোদিত হয়ে দায়িত্ব পালন করেন। এ দল গঠনের মূল উদ্দেশ্য হলো প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং এ কাজে দায়িত্বরত ব্যক্তিদের দায়বদ্ধতার পরিবেশ তৈরি ও শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে স্থানীয় জনগণের কার্যকর ভূমিকা রাখা। ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে প্রতিনিধি, ইউপি স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য, শিক্ষক, এসএমসি ও পিটিএ'র সদস্য, ধর্মীয় নেতাসহ স্থানীয় বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিবর্গকে অন্তর্ভুক্ত করে দল গঠিত হয়। গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক ডিএফআইডি-এর সহায়তায় 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় সহযোগী সংস্থা মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক), উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা (ইউএসএস), ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এনডিপি), গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা (জিজেইউএস), আদর্শ পল্লী উন্নয়ন সংস্থা (আপউস), সোসিও-ইকোনমিক এন্ড রুরাল এডভান্সমেন্ট এসোসিয়েশন (সেরা), এসোসিয়েশন ফর সোসিও-ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (এসেড), আশ্রয় ফাউন্ডেশন-এর মাধ্যমে *কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রম* দেশের ৮টি জেলায় ৩২টি ইউনিয়নে বাস্তায়িত হচ্ছে।

যেসব ইউনিয়নে এ কার্যক্রম চলছে :

জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন
সিরাজগঞ্জ	কামারখন্দ	১. ভদ্রঘাট
		২. ঝাঐল
	রায়গঞ্জ	৩. ধানগড়া
		৪. পান্সাসী
ভোলা	লালমোহন	১. ধলিগৌড়নগর
	তজুমদ্দিন	২. চাঁচড়া
	ভোলা সদর	৩. চরসামাইয়া
		৪. ভেদুরিয়া
মেহেরপুর	মেহেরপুর সদর	১. আমঝুপি
		২. আমদহ
	মুজিবনগর	৩. দারিয়াপুর
		৪. মোনাখালী
নেত্রকোণা	দুর্গাপুর	১. বিরিশিরি
		২. দুর্গাপুর
	পূর্বধলা	৩. আগিয়া
		৪. হোগলা
জামালপুর	মাদারগঞ্জ	১. সিধুলী
		২. জোড়খালী
	মেলান্দহ	৩. ঘোষেরপাড়া
		৪. ফুলকোচা
হবিগঞ্জ	হবিগঞ্জ সদর	১. তেঘরিয়া
		২. গোপায়া
		৩. লস্করপুর
		৪. নিজামপুর
গাইবান্ধা	সাঘাটা	১. মুক্তিনগর
		২. সাঘাটা
	ফুলছড়ি	৩. ফুলছড়ি
		৪. গজারিয়া
খুলনা	ডুমুরিয়া	১. সাহস
		২. শরাফপুর
	বটিয়াঘাটা	৩. বালিয়াডাঙ্গা
		৪. আমিরপুর

আমঝুপিতে সমাপনী পরীক্ষায় কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা ও ক্রেস্ট প্রদান

২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ২০১৩ সালের প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। আমঝুপি কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এ অনুষ্ঠান আয়োজন করে। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি অধ্যাপক সাইদুর রহমানের সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার নিখিল রঞ্জন সরকার, বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার নুর ইসলাম। সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক)-এর নির্বাহী প্রধান আশাদুজ্জামান সেলিম, কৃষিবিদ এ. কে. এম. কামরুজ্জামান শাহীন, শিক্ষক সাদ আহাম্মদ। এ অনুষ্ঠানে আমঝুপি ইউনিয়নের ৮ জন বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীকে ক্রেস্ট দেওয়া হয়।

মুজিবনগরে অকৃতকার্য ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে মতবিনিময় সভা

১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী ও দারিয়াপুর ইউনিয়নে ২০১৩ সালের প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় অকৃতকার্য শিক্ষার্থীদের নিয়ে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মোনাখালী ইউনিয়নের ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি রেকাব উদ্দীনের সভাপতিত্বে এ সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ আপিল উদ্দীন। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ নাসির উদ্দীন, দারিয়াপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, দারিয়াপুর কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি মোঃ ওয়াজেদ আলী, মউক-এর নির্বাহী প্রধান আশাদুজ্জামান সেলিম। সভায় ২০১৩ সালের প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার কারণ চিহ্নিত করে চলতি শিক্ষাবর্ষে শতভাগ পাশের লক্ষ্য নিয়ে এসএমসি, পিটিএ, ওয়াচ গ্রুপ, অভিভাবক, শিক্ষা প্রশাসন একযোগে কাজ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সুপারিশ গ্রহণ করে। সভায় প্রায় ৩৮ জন অকৃতকার্য ছাত্র-ছাত্রীসহ অভিভাবকগণ উপস্থিত ছিলেন।

সাদ আহাম্মদ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও শহীদ দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে শিক্ষামেলা

২১-২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযান ও উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার যৌথ উদ্যোগে তিন দিনব্যাপী শিক্ষামেলার আয়োজন করা হয়। এ মেলার উদ্বোধনী পর্বে প্রধান অতিথি ছিলেন গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলার নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ আব্দুল আউয়াল। বিশেষ অতিথি ছিলেন মুক্তিনগর ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুল মঈন প্রধান লাবু ও সাঘাটা ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ মোশারফ হোসেন সুইট। গণসাক্ষরতা অভিযান-এর পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন কার্যক্রম ব্যবস্থাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান। মেলায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও এনজিও থেকে স্থাপিত স্টলগুলোতে শিক্ষা উপকরণ, বই, লিফলেট, পোস্টার, নিউজলেটার প্রদর্শিত হয়। এ মেলাতে অভিভাবক, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধি, বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হন। মেলা উপলক্ষে আলোচনা সভা, সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা, যাদু, চিত্রাঙ্কন, নাটক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে জনঅংশগ্রহণ বিষয়ক ক্যাম্পেইন ও আলোচনা সভা

২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে মানসম্মত শিক্ষায় জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে ক্যাম্পেইন ও আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন গাইবান্ধার জেলা প্রশাসক এহছানে এলাহী। বিশেষ অতিথি ছিলেন সাঘাটা উপজেলার নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ আব্দুল আউয়াল। আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, এসএমসি ও পিটিএ সদস্য, ওয়াচ গ্রুপের সদস্যসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। প্রধান অতিথির উপস্থিতিতে শিশু-কিশোরদের কুজকাওয়াজ প্রদর্শিত হয়। প্রধান অতিথি শিশুদের উৎসাহ, আদর, স্নেহ দিয়ে শিক্ষা প্রদান করতে শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানান। সভাপতির সমাপনী বক্তব্যের মাধ্যমে এ ক্যাম্পেইন প্রোগ্রাম শেষ হয়।

শাহাদত হোসেন মণ্ডল

প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের প্রচারণা কার্যক্রম

সকল শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিতকরণ এবং বিদ্যালয়ে গমনে জনমানুষকে উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে হবিগঞ্জের সদর উপজেলার ৪টি ইউনিয়নে আনন্দ শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গণসাক্ষরতা অভিযান ও এসেড হবিগঞ্জ কর্তৃক আয়োজিত এ শোভাযাত্রা তেঘরিয়া, গোপায়া, নিজামপুর ও লস্করপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং গ্রামে গ্রামে প্রদক্ষিণ করে। গোপায়া ইউপি চেয়ারম্যান চৌধুরী মিজবাহুল বারী লিটন আনন্দ শোভাযাত্রার উদ্বোধন করেন। এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং শিশু-কিশোররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে। প্রতিটি শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত, ঝরে পড়া রোধ ও শিক্ষা সমাপ্তিকরণ পর্যন্ত শিক্ষার্থীকে ধরে রাখার বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টির জন্য এই শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়।

লস্করপুর ইউনিয়নে প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় সুশাসন বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন

২৮-২৯ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে লস্করপুর ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তনে 'প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় সুশাসন' বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়। গণসাক্ষরতা অভিযান ও এসেড হবিগঞ্জ-এর যৌথ আয়োজনে এই ওরিয়েন্টেশনে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ সদস্য, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, এসএমসি ও পিটিএ সভাপতি, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, উপজেলা ও জেলা শিক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তাসহ ৩৯ জন অংশগ্রহণ করেন। এসেড-এর প্রধান নির্বাহী জাফর ইকবাল চৌধুরীর স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে ওরিয়েন্টেশনের সূচনা হয়। এই ওরিয়েন্টেশনে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ হাফিজুর রহমান মিঞা, লস্করপুর কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি মোঃ খোরশেদ আলী, সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ মাসুদ ভুইয়া প্রমুখ বক্তব্য রাখেন এবং রিসোর্স পার্সন ছিলেন পিইডিপি-এর কনসালটেন্ট মোঃ মিজানুর রহমান তালুকদার।

জাফর ইকবাল চৌধুরী

ভোলায় 'শিখন-শিখানো প্রক্রিয়ার চ্যালেঞ্জসমূহ: আমাদের করণীয়' শীর্ষক কর্মশালা

১০-১১ ফেব্রুয়ারি গণসাক্ষরতা অভিযান ও গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার যৌথ আয়োজনে ভোলা সদর উপজেলার পড়ানগঞ্জে 'শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার চ্যালেঞ্জসমূহ: আমাদের করণীয়' শীর্ষক দুই দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা শাহে আলম। ধলিগৌড়নগর ইউনিয়ন ওয়াচ কমিটির সভাপতি জিয়াউল হক মাস্টারের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জাকির হোসেন মহিন, পিটিআই'র সুপারিন্টেন্ডেন্ট শিরিন শবনম, গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থার সমন্বয়কারী জাকির হোসেন প্রমুখ। কর্মশালায় শিক্ষক, অভিভাবক, এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ সদস্য, ইউপি প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। এতে ৫ জন নারীসহ মোট ৩০ জন অংশ নেয়। অংশগ্রহণকারীগণ মনে করেন প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে সম্মিলিত পদক্ষেপ নিতে হবে।

ভেদুরিয়া ও চরসামাইয়া ইউনিয়নে আনন্দদায়ক ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষণ-শিখন বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন

১০-১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে ভোলার সদর উপজেলার ভেদুরিয়া ইউনিয়নে ওয়াচ কমিটির সভাপতি মোঃ অলি উল্লাহ মাস্টারের সভাপতিত্বে আনন্দদায়ক ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষণ-শিখন বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৬ জন নারীসহ মোট ৩১ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। ১২-১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে ভোলার সদর উপজেলার চরসামাইয়া ইউনিয়নে ওয়াচ কমিটির সভাপতি বজলুর রহমান মাস্টারের সভাপতিত্বে আনন্দদায়ক ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষণ-শিখন বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে ৭ জন নারীসহ মোট ৩০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা শিক্ষা অফিসার মোঃ আবদুস সাত্তার জমাদ্দার। কী কী কৌশল ও উপকরণ ব্যবহার করে কর্মকেন্দ্রিক ও আনন্দদায়ক শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায় তার উপর আলোচনা ও প্রদর্শনের মাধ্যমে ওরিয়েন্টেশন পরিচালিত হয়।

হারুন উর রশীদ

'সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা অর্জনে শতভাগ সফলতা চাই' শীর্ষক র‍্যালি ও আলোচনা সভা

১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযান ও এনডিপি'র যৌথ আয়োজনে 'সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা অর্জনে শতভাগ সফলতা চাই' শীর্ষক র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ উপলক্ষে আয়োজিত র‍্যালি উদ্বোধন করেন সিরাজগঞ্জের জেলা প্রশাসক মোঃ বিল্লাল হোসেন। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) কে. এম. আলী আজমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক মোঃ বিল্লাল হোসেন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এনডিপির পরিচালক ড. এ. বি. এম. সাজ্জাদ হোসেন। আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বদরুজ্জেহা, কামারখন্দ উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা ইশরাত ফারজানা, শাহজাদপুর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা রাসেল সাবরিন, সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা হেলাল উদ্দিন আহম্মেদ প্রমুখ। ঝাঐল, ভদ্রঘাট, পাঙ্গাসী ও ধানগড়া ইউনিয়নের কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যবৃন্দ, শিক্ষকগণ ও ছাত্র-ছাত্রীরা এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার চ্যালেঞ্জ শীর্ষক কর্মশালা

২৬-২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযান ও এনডিপি'র যৌথ উদ্যোগে সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ উপজেলায় 'শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার চ্যালেঞ্জসমূহ: আমাদের করণীয়' শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ কর্মশালায় কামারখন্দ উপজেলার ঝাঐল ও ভদ্রঘাট এবং রায়গঞ্জ উপজেলার ধানগড়া ও পাঙ্গাসী ইউনিয়নের কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ সদস্য, এসএমসি ও পিটিএ সদস্য, শিক্ষক, বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালার উদ্বোধন করেন এনডিপি'র নির্বাহী পরিচালক মো: আলাউদ্দিন খান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিরাজগঞ্জ জেলার প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বদরুজ্জেহা। কর্মশালায় শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার চ্যালেঞ্জ চিহ্নিতকরণ, চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সেশন পরিচালনা করেন কামারখন্দ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ইশরাত ফারজানা, জেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা লক্ষণ কুমার দাস, পিটিআই ইন্সট্রাক্টর উজ্জল হোসেন।

এ. বি. এম. সাজ্জাদ হোসেন

বিরিশিরি ও দুর্গাপুরে সুশাসন বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন

২৩-২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযান ও সোসিও-ইকোনমিক এন্ড রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট এসোসিয়েশন (সেরা)-এর যৌথ উদ্যোগে নেত্রকোণা জেলার বিরিশিরি ও দুর্গাপুর ইউনিয়নে অনুষ্ঠিত হয় 'প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় সুশাসন' বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্স। এতে শিক্ষক, এসএমসি ও পিটিএ সদস্য, ইউপি শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য, ওয়াচ গ্রুপ ও জনপ্রতিনিধিসহ ৬০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে ১৪ জন নারী প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। ওরিয়েন্টেশনে রিসোর্স পার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নেত্রকোণা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মালবিকা ভৌমিক, দুর্গাপুর উপজেলা শিক্ষা অফিসার বিনয় চন্দ্র শর্মা এবং সেরা-নেত্রকোণার কর্মসূচি পরিচালক মোঃ আলী উছমান। ওরিয়েন্টেশনে দুর্গাপুর ও বিরিশিরি ইউনিয়নের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ বিষয়ক দিনব্যাপী ক্যাম্পেইন ও আলোচনা সভা

১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযান ও সোসিও-ইকোনমিক এন্ড রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট এসোসিয়েশন (সেরা)-এর যৌথ উদ্যোগে নেত্রকোণার পূর্বধলা উপজেলার হোগলা ইউনিয়নে 'সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ' বিষয়ক ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানে 'মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে প্রয়োজন শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় জনঅংশগ্রহণ' শিরোনামে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সেরা'র নির্বাহী পরিচালক এস. এম. মজিবুর রহমান। প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ তৌফিকুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন হোগলা ইউপি চেয়ারম্যান ইসলাম উদ্দিন সরকার, আগিয়া ইউপি চেয়ারম্যান সানোয়ার হোসেন চৌধুরী, আগিয়া কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ সভাপতি আজিজুর রহমান তালুকদার। ক্যাম্পেইন কার্যক্রমের মধ্যে ছিল আলোচনা সভা, র‍্যালি, চিত্রাঙ্কন, সাংস্কৃতিক ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। এতে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, এসএমসি ও পিটিএ সদস্য, জনপ্রতিনিধি, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন হোগলা কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ সভাপতি মোঃ গিয়াস উদ্দিন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন আগিয়া কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সহ-সভাপতি শাহনাজ পারভীন।

এস. এম. মজিবুর রহমান

সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্যাম্পেইন

১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযান ও আদর্শ পল্লী উন্নয়ন সংস্থা (আপউস)-এর যৌথ উদ্যোগে শ্যামগঞ্জ কালিবাড়ি প্রাঙ্গণে মানসম্মত শিক্ষা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন মাদারগঞ্জের সিধুলী ও জোড়খালী এবং মেলান্দহের ঘোষেরপাড়া ও ফুলকোচা ইউনিয়ন এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য, এসএমসি ও পিটিএ সদস্য, ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক, গণ্যমান্য ব্যক্তিসহ প্রায় ১৫০ জন প্রতিনিধি। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মাহবুবুর রহমান মিরন। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার শামছুল হক। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি সামসুউদ্দিন আহম্মেদ। এ উপলক্ষে আলোচনা সভায় প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আপউস-এর নির্বাহী পরিচালক আব্দুল হাই।

মা সমাবেশ

গণসাক্ষরতা অভিযান ও আদর্শ পল্লী উন্নয়ন সংস্থা (আউপস)-এর যৌথ উদ্যোগে মাদারগঞ্জের সিধুলী ও জোড়খালী ইউনিয়ন এবং মেলান্দহের ঘোষেরপাড়া ও ফুলকোচা ইউনিয়নে মায়েদের সচেতন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে মা সমাবেশ আয়োজন করা হয়। প্রতিটি সমাবেশে মা/অভিভাবকসহ প্রায় ১৫০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

গণসাক্ষরতা অভিযান ও আদর্শ পল্লী উন্নয়ন সংস্থা (আপউস)-এর যৌথ উদ্যোগে মাদারগঞ্জের জোড়খালী ইউনিয়নের গোলাবাড়ী মাঠে অত্র ইউনিয়নের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সহকারী শিক্ষক শহিদুল ইসলাম। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জোড়খালী ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান আলমগীর হোসেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ওয়াচ কমিটির সহ-সভাপতি ডা. শাহজাহান।

আব্দুল হাই

আমিরপুর ও বালিয়াডাঙ্গা কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কমিটির ওরিয়েন্টেশন

১৮ ও ৩১ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযান ও আশ্রয় ফাউন্ডেশন-এর যৌথ উদ্যোগে যথাক্রমে আমিরপুর ও বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়ন কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কমিটির ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ ওরিয়েন্টেশনে প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়। আমিরপুর ও বালিয়াডাঙ্গা উভয় ইউনিয়নের কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের ২৪ জন করে সদস্য এতে অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধনী পর্বে স্বাগত বক্তব্য দেন আশ্রয় ফাউন্ডেশন-এর নির্বাহী পরিচালক মমতাজ খাতুন। এ ধরনের ওরিয়েন্টেশন প্রাথমিক শিক্ষায় বিদ্যমান সমস্যা কাটিয়ে উঠতে অনেক বেশি সহায়ক হবে বলে অংশগ্রহণকারীগণ অভিমত ব্যক্ত করেন।

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কমিটির পরিকল্পনা সভা

৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযান ও আশ্রয় ফাউন্ডেশন-এর যৌথ উদ্যোগে যথাক্রমে আমিরপুর ও বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়ন কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কমিটির পরিকল্পনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় উপর্যুক্ত ইউনিয়নের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিদ্যমান সমস্যা চিহ্নিত ও সমাধানের লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা করা হয়। আমিরপুর ও বালিয়াডাঙ্গা উভয় ইউনিয়নের কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের ২৫ জন করে সদস্য এতে অংশগ্রহণ করেন। সভায় শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন আশ্রয় ফাউন্ডেশন-এর নির্বাহী পরিচালক মমতাজ খাতুন। অংশগ্রহণকারীগণ প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে স্থানীয় সমস্যাসমূহ চিহ্নিত এবং সমাধানের লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিকল্পনা ছিল অভিভাবকদের শিক্ষা সম্পর্কে সচেতন করা, উপবৃত্তি ও টিফিনের ব্যবস্থা করা, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, উপবৃত্তি প্রদানে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা, এসএমসি'র সভা ও তৎপরতা বৃদ্ধি করা, স্থানীয় বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিদের নিয়ে সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করা, বাল্যবিবাহ রোধে অভিভাবকদের সচেতন করা, স্থানীয় উপজেলা শিক্ষা প্রশাসন ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করা ইত্যাদি।

বনশ্রী ভান্ডারী

চাঁদবিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত চাঁদবিল। এই বিলের আকৃতি চাঁদের মতো বাঁকানো বলে এর নাম চাঁদবিল। এই বিলের ধারে রয়েছে শত বছরের পুরানো একটি গ্রাম। বিলের নামেই এই গ্রামের নামকরণ করা হয় চাঁদবিল। নারী-পুরুষ মিলে ৩,৬৭১ জন মানুষ এই গ্রামে বসবাস করে। এই গ্রামে খানা সংখ্যা ৯৩২টি।

চাঁদবিল গ্রামে মুসলিম ও হালদার সম্প্রদায় অনেক বছর ধরে এক সঙ্গে বসবাস করছে। এ গ্রামের হালদার সম্প্রদায়ের লোকজন দারিদ্র্যসীমার অতি নিচে বসবাস করে। তবুও তারা শিক্ষার দিক থেকে পিছিয়ে নেই। এই গ্রামের শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের সহায়তায় ১৯৩১ সালে স্থাপিত হয় চাঁদবিল প্রাথমিক বিদ্যালয়। স্বাধীনতার পর বিদ্যালয়টি জাতীয়করণ করা হয়। প্রতিবছর এই বিদ্যালয় থেকে ৩০-৩৫ জন ছাত্র-ছাত্রী পঞ্চম শ্রেণি পাশ করে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। বর্তমানে এ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ২৬৪ জন এবং সাত জন শিক্ষক কর্মরত আছেন। ২০১২ সালে এই বিদ্যালয় থেকে ৫২ জন ছাত্র-ছাত্রী সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ৩৫ জন ছাত্র-ছাত্রী পাস করে, ১৭ জন ছাত্র-ছাত্রী অকৃতকার্য হয়।

বিষয়টি আমঝুপি কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ ও স্থানীয় মানবাধিকার সংস্থা মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউক-এর দৃষ্টিগোচর হয়। মউক ও ওয়াচ গ্রুপ সম্মিলিতভাবে বিদ্যালয়ের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে সভা করে এবং জেলা ও উপজেলা শিক্ষা প্রশাসনের সহায়তায় বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান বৃদ্ধিতে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে। পরিকল্পনার মধ্যে ছিল ১৭ জন অকৃতকার্য ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা করে তাদের দুর্বলতা কাটানো, বিদ্যালয়ের এসএমসি'র সঙ্গে সভা করা, বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মায়েদের নিয়ে মা সমাবেশ আয়োজন এবং শিক্ষকদের আন্তরিকতা বৃদ্ধিতে নিয়মিত যোগাযোগ ও পর্যবেক্ষণ করা।

এসব উদ্যোগের কারণে এ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় এবার ভালো ফলাফল করেছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আফসানা গুলজার জানান, ২০১৩ সালে অত্র বিদ্যালয় থেকে ৪৪জন ছাত্র-ছাত্রী প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এবং ৪৪ জন ছাত্র-ছাত্রীই কৃতিত্বের সঙ্গে পাস করে। এর পিছনে শিক্ষা প্রশাসন, আমঝুপি কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ, মানব উন্নয়ন কেন্দ্র-মউক, এসএমসি ও পিটিএ, স্থানীয় কমিউনিটির সার্বিক সহায়তা থাকায় বিদ্যালয়ের এই সাফল্য এসেছে। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এভাবে সকল বিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ততা বাড়ালে বিদ্যালয় পরিচালনায় জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে এবং বিদ্যালয়ের সার্বিক পরিস্থিতির উন্নতি হবে।

সাদ আহাম্মদ

বিদ্যালয়ভিত্তিক বার্ষিক দক্ষতা উন্নয়ন পরিকল্পনা ও জবাবদিহিতা কাঠামো বিষয়ক কর্মশালা

১-২ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে ডিএফআইডি-এর সহায়তায় বাস্তবায়িত 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় গণসাক্ষরতা অভিযান-এর প্রশিক্ষণ কক্ষে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রমের বিদ্যালয়ভিত্তিক বার্ষিক দক্ষতা উন্নয়ন পরিকল্পনা ও জবাবদিহিতা কাঠামো বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালা সঞ্চালনা করেন গণসাক্ষরতা অভিযানের উপ-পরিচালক কে. এম. এনামুল হক।

এ কর্মশালায় ৮টি জেলায় পরিচালিত কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী সংস্থার কার্যক্রম কর্মকর্তা, হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, নির্বাহী পরিচালক ও গণসাক্ষরতা অভিযান-এর প্রতিনিধিসহ মোট ৩৭ জন উপস্থিত ছিলেন। এ সভায় বাস্তবায়নকারী সংস্থার কর্মকর্তাগণ বিদ্যালয়ভিত্তিক বার্ষিক দক্ষতা উন্নয়ন পরিকল্পনা ও জবাবদিহিতা কাঠামোর ওপর গ্রুপভিত্তিক কাজ উপস্থাপন করেন। এছাড়া ওরিয়েন্টেশনে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক সেশন পরিচালিত হয়। এ কর্মশালায় গণসাক্ষরতা অভিযান-এর কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করেন উপ-পরিচালক কে. এম. এনামুল হক। আর্থিক ব্যবস্থাপনা, বাজেট ও বিল ভাউচার সংক্রান্ত আলোচনা করেন ব্যবস্থাপক (অর্থ ও প্রশাসন) প্রদীপ কুমার সেন। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রম, কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন, ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন সংক্রান্ত আলোচনা করেন উধ্বর্তন উপ-কার্যক্রম ব্যবস্থাপক গিয়াসউদ্দিন আহমেদ। বিদ্যালয়ভিত্তিক বার্ষিক দক্ষতা উন্নয়ন পরিকল্পনা ও জবাবদিহিতা কাঠামো বিষয়ে আলোচনা করেন উপ-কার্যক্রম ব্যবস্থাপক আবদুর রউফ।

উম্মে সায়কা

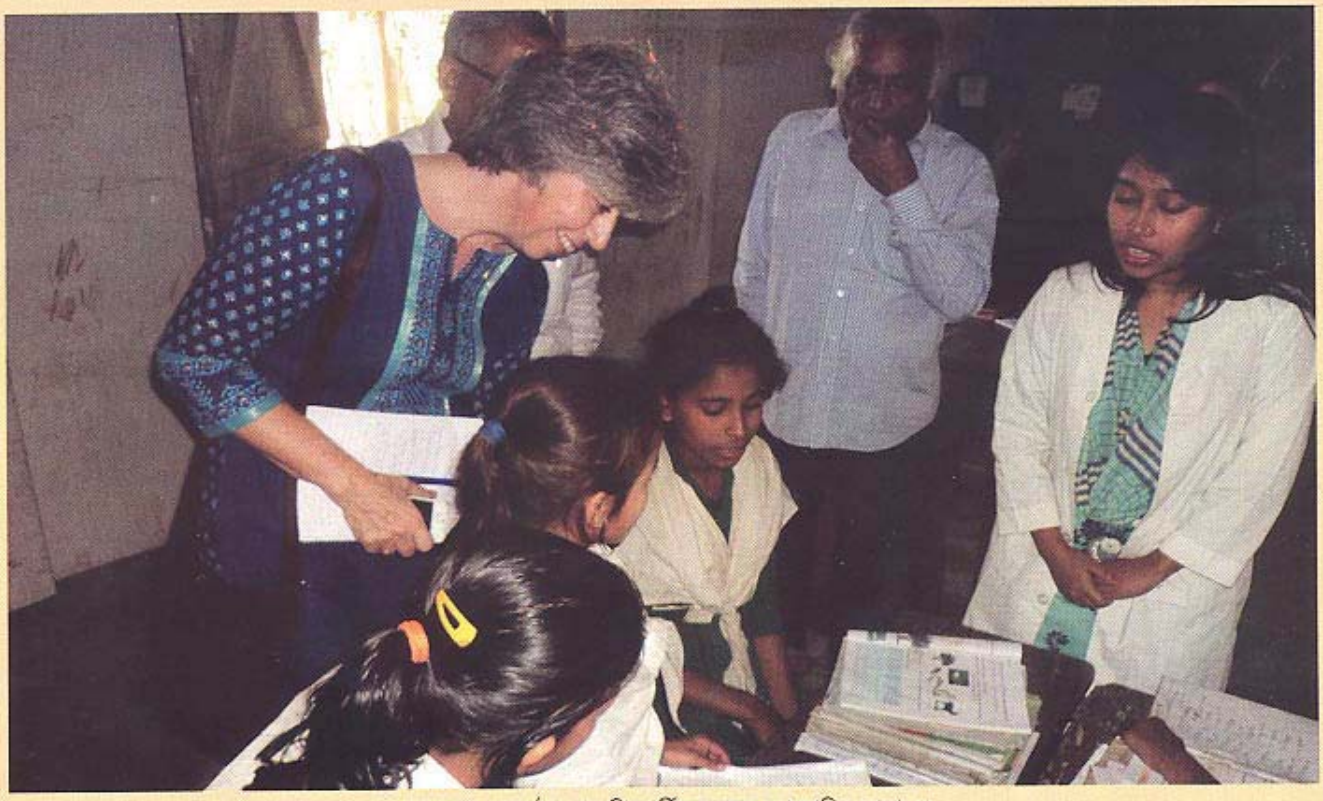

খুরুশকুল গণপাঠশালায় শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ক্যারোলিন সানারস

কক্সবাজারের খুরুশকুল গণপাঠশালা পরিদর্শন করলেন ডিএফআইডি-এর ক্যারোলিন সানারস

২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে খুরুশকুল গণপাঠশালা পরিদর্শন করেন ডিএফআইডি-এর হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট টীম-এর টীম লিডার ক্যারোলিন সানারস। এ উপলক্ষে বিকেল ৩টায় তিনি গণপাঠশালায় উপস্থিত হলে শিক্ষার্থীরা তাকে ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা জানায়। এরপর তিনি বিভিন্ন শ্রেণিকক্ষ পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি শিক্ষার্থীদের পাঠের অগ্রগতি জানতে চান। গণপাঠশালায় দলীয় শিখন পদ্ধতি, উপকরণভিত্তিক পাঠদানসহ লাইব্রেরি কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ দেখে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। বিশেষ করে মেয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি এবং খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ দেখে তিনি এ প্রতিষ্ঠানটির প্রশংসা করেন।

সবশেষে ক্যারোলিন সানারস গণপাঠশালা ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের সঙ্গে সভায় মিলিত হন। সভায় উপস্থিত সকল সদস্য তাকে খুরুশকুলের মতো প্রত্যন্ত এলাকায় আগমনের জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনিও গণপাঠশালা পরিচালনায় স্থানীয় জনগণের আন্তরিকতা ও তার প্রতি বিশেষ আগ্রহের জন্য ধন্যবাদ জানান।

উল্লেখ্য, ১৯৭৪ সালে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র কর্তৃক কক্সবাজার জেলায় খুরুশকুল গ্রামে এ সাইক্লোন শেল্টারটি প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর এ শেল্টারের নিচতলায় প্রতিষ্ঠিত হয় খুরুশকুল প্রাথমিক বিদ্যালয়, যার নাম দেওয়া হয় গণপাঠশালা। একই সঙ্গে শেল্টারের দ্বিতীয় তলায় স্থাপিত হয় গণহাসপাতাল ও তৃতীয় তলায় তৈরি হয় ডাক্তার ও নার্সদের আবাসন ব্যবস্থা।

খুরুশকুল গণপাঠশালায় বর্তমানে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩৭০ জন। আর শিক্ষক রয়েছেন মোট চার জন। গণসাক্ষরতা অভিযান সূচনালগ্ন থেকেই শিখন-শেখানো পদ্ধতির উন্নয়নে গণপাঠশালার শিক্ষক, সুপারভাইজার এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে। উপর্যুক্ত প্রশিক্ষণের আলোকেই এ পাঠশালায় শিখন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক প্রদত্ত পরিপূরক শিক্ষা উপকরণও বিতরণ করা হয় এ গণপাঠশালায়। তবে মৌলিক শিক্ষা উপকরণ হিসেবে এ গণপাঠশালায় এনসিটিবি কর্তৃক প্রণীত পাঠ্যপুস্তকসমূহ ব্যবহৃত হয় এবং শিক্ষার্থীরা নিয়মিতভাবে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় অংশ নেয়।

ডিএফআইডিসহ অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীদের প্রদত্ত সহায়তা নিয়েই গণসাক্ষরতা অভিযান পার্টনার এনজিওদের সক্ষমতা উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। গণসাক্ষরতা অভিযান-এর পার্টনারশীপ প্রোগ্রাম পরিদর্শনের জন্যই মূলত ক্যারোলিন সানারস খুরুশকুলে আসেন এবং এ গণপাঠশালা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তার সঙ্গে ছিলেন গণসাক্ষরতা অভিযানের পরিচালক তাসনীম আতহার ও গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক (কার্যক্রম) গোলাম মোস্তফা দুলাল।

গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ নিউজলেটার 'প্রয়াস' পরীক্ষামূলকভাবে প্রকাশিত হলো। এই পত্রিকাটির মান উন্নয়নে মতামত প্রদানের জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে। এ ব্যাপারে যে কোনো ধরনের মতামত গণসাক্ষরতা অভিযান-এর ঠিকানায় পাঠানোর অনুরোধ রইল।

ডিএফআইডি-এর সহায়তায় গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক
৫/১৪ হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ৮১১৫৭৬৯, ৯১৩০৪২৭, ৮১৫৫০৩১-২, ফ্যাক্স : ৯১২৩৮৪২
ই-মেইল : info@campebd.org; ওয়েব : www.campebd.org